4

অভীক্ষার প্রয়োগ, স্কোরিং এবং ব্যাখ্যা (ব্যাবহারিক)

(Administration, Scoring and Interpretation of Tests (Practical)

4.1. কুণ্ডুর নিউরোটিক পার্সোনালিটি ইনভেন্টরি (Kundu's Neurotic Personality Inventory)

ধারণা (Concept)

Kundu's Neurotic Personality Inventory স্কেলটির নির্মাতা হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান শাখার প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রমানাথ কুণ্ডু। এই স্কেলটি গঠন করার প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির নিউরোটিক প্রবণতা পরিমাপ করা। এই স্কেলটি ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সংগতিবিধানের মাত্রা নির্ণয় করা হয় এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা ও প্রয়োজনমতো পরামর্শ দান করা হয়। এই প্রশ্নগুচ্ছে মোট 66টি পদ ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় আর্থসামাজিক পরিবেশের উপযোগী করে এই প্রশ্নগুচ্ছটি গঠন করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখিত প্রশ্নগুলির কোনো সঠিক বা ভুল উত্তর নেই। যার ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হবে তাকে এই প্রশ্নগুলির মধ্যে দেওয়া প্রদত্ত উত্তরগুলির মধ্য থেকে সবচেয়ে পছন্দের বা উপযুক্ত উত্তর বেছে নিতে হবে। প্রশ্নগুলি খুব মনোযোগ সহকারে পড়ার মাধ্যমে ব্যক্তিদের উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

পদের উপস্থাপন (Presentation of Items)

এই প্রশ্নগুচ্ছ তৈরি করতে মোট 66টি পদ বা প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়েছিল। কিছু প্রশ্ন ছিল ধনাত্মক ধরনের ও কিছু প্রশ্ন ঋণাত্মক ধরনের। এখানে গবেষক 61টি ধনাত্মক পদ বা প্রশ্ন এবং মাত্র 5টি ঋণাত্মক পদ বা প্রশ্ন ব্যবহার করেছিল। মূল প্রশ্নগুচ্ছ অনুযায়ী এই ঋণাত্মক পদগুলি ক্রমিক সংখ্যা হল 41, 51, 55, 56 এবং 58। এই পদগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া তার নিউরোটিক প্রবণতা এবং ধনাত্মক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিউরোটিসিজমকে প্রকাশ করা হয়।

ধনাত্মক পদ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 (মূল প্রশ্নগুচ্ছের ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী)
ঋণাত্মক পদ	41, 51, 55, 56 এবং 58 (মূল প্রশ্নগুচ্ছের ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী)

এই প্রশ্নগুচ্ছটির ক্ষেত্রে 5 পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া 5টি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াকে যে-কোনো একটি পয়েন্টে টিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করে, ধনাত্মক পদের ক্ষেত্রে স্কোরিং প্যাটার্ন হল 5, 4, 3, 2 ও 1 এবং ঋণাত্মক পদের ক্ষেত্রে 1, 2, 3, 4 ও 5।

	পদের সংখ্যা	স্কোরিং প্যাটার্ন
ধনাত্মক পদ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 (মূল প্রশ্নগুচ্ছের ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী)	5, 4, 3, 2 ও 1
ঋণাত্মক পদ	41, 51, 55, 56 এবং 58 (মূল প্রশ্নগুচ্ছের ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী)	1, 2, 3, 4 ও 5

নির্ভরযোগ্যতার সহগাঙ্ক (Coefficients of Reliability)

গবেষণার জন্য যখন কোনো স্কেলের বিকাশসাধন করা হয় তখন স্কেলটির যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার মান নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। এর মাধ্যমে স্কেলটি আদর্শ করা হয়ে থাকে। এই ইনভেন্টরিটি তৈরি করার সময় প্রথমে প্রধান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিছু বিবৃতি তৈরি করা হয়েছিল। এই বিবৃতিগুলি অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা বিবেচনার মাধ্যমে যথার্থতা নির্ণয় করা হয়। এই স্কেলের যথার্থতার সহগাঙ্ক ছিল 0.86। এরপর একটি প্রশ্নগুচ্ছ তৈরি করে সেটিকে 987 জন শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করে তার নির্ভরযোগ্যতার মান নির্ণয় করা হয়েছিল।

4.1.1. কুণ্ডু নিউরোটিক ব্যক্তিত্ব উন্মোচনীর প্রয়োগ, স্কোর নির্ণয় এবং ব্যাখ্যা [Administration of Kundu Neurotic Personality Inventory (KNPI) and its Scoring and Interpretation]

1. মূল ধারণা (Basic Concept)

Digman প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা যে পাঁচটি বৃহৎ ব্যক্তিত্বের উপাদান (Big Five Factors of Personality) নির্ণয় করেছিলেন তার অন্যতম একটি প্রধান সংলক্ষণের নাম Neuroticism বা উদ্‌বায়ু প্রবণতা। এই সংলক্ষণটি ব্যক্তির সার্বিক সংগতিবিধানের মাত্রা নির্দেশ করে। অর্থাৎ যার সংগতিবিধানের মাত্রা যত বেশি তার নিউরোটিক প্রবণতা তত কম। বিপরীতক্রমে সংগতিবিধানের মাত্রা দুর্বল হলে নিউরোটিক প্রবণতা বেশি হবে। অভীক্ষার নির্মাতা এই যুক্তির ভিত্তিতে তাঁর অভীক্ষাটি নির্মাণ করেছেন। দৈনন্দিন চিন্তাভাবনা, আচরণ প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি নিজের চিন্তাভাবনা ও আচরণ সম্বন্ধে বিচার করে নিজেই স্থির করতে পারেন তার নিউরোটিক প্রবণতা তথা সংগতিবিধানের মাত্রা কতটা। সংগতিবিধানের মান অনুযায়ী ব্যক্তির কাছে প্রত্যাশিত সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণ সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়াই এই অভীক্ষা প্রয়োগের চরম উদ্দেশ্য।

2. অভীক্ষার্থীর নাম (Name of the Testee): .....

বয়স (Age): ..... **লিঙ্গ (Sex):** পুরুষ/নারী/অন্য

অভীক্ষা প্রয়োগের তারিখ (Date of Administering the Test): .....

সময় (Time): .....

অভীক্ষার্থীর অবস্থা (Condition of Testee): Normal/or specify

3. অভীক্ষার বর্ণনা (Description of the Test)

এই অভীক্ষায় মোট 66টি বক্তব্য (Statement) আছে। বক্তব্যগুলি কোনো মানুষের দৈনন্দিন চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, কাজ, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে। নিজের ক্ষেত্রে ওই অবস্থাগুলি কতটা সত্যি, স্বাভাবিক অথবা নিয়মিত ঘটে সেটা বিচার করে প্রত্যেকটি পদের পাঁচটি সম্ভাব্য উত্তর থেকে একটি বেছে নিয়ে উত্তর দিতে হয়।

4. অভীক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ (Instructions to the Testee)

এই অভীক্ষাটিতে আপনার সামনে কিছু সংখ্যক বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে। আপনার পছন্দ, অপছন্দ, মতামত ইত্যাদি সম্বন্ধে জানার উদ্দেশ্যে এই বক্তব্যগুলি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে পড়ে প্রদত্ত উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যার পাশের শূন্যস্থানে উত্তর লিখতে হবে। নীচে দেওয়া পাঁচটি উত্তরের মধ্যে যেটি আপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঘটে বা সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয় সেটি বেছে নিতে হবে।

যদি উপস্থিত বিষয় বা অবস্থাটি আপনার ক্ষেত্রে সর্বদাই সত্যি হয় তবে লিখুন 1

যদি উপস্থিত বিষয়টি বা অবস্থাটি আপনার ক্ষেত্রে কখনোই সত্যি না হয় তবে লিখুন 2
যদি উপস্থিত বিষয়টি বা অবস্থাটি প্রায়ই ঘটে বা বেশিরভাগই সত্যি হয় তবে লিখুন 3
যদি উপস্থিত বিষয়টি বা অবস্থাটি খুব কমই ঘটে বা কমই সত্যি হয় তবে লিখুন 4
যদি উপস্থিত বিষয়টি বা অবস্থাটি মাঝামাঝি রকমের ঠিক হয় তবে লিখুন 5

এই অভীক্ষায় কোনো ঠিক বা ভুল উত্তর নেই। আপনার দেওয়া উত্তরই আমরা জানতে চাই। একটি একটি করে প্রশ্ন পড়ে উত্তর দিন। কোনো প্রশ্ন বাদ দেবেন না। কোনো প্রশ্ন নিয়ে অযথা বেশি সময় ব্যয় করবেন না। প্রথম যে উত্তরটি উপযুক্ত বলে মনে হয় সেটি লিখুন।

এই অভীক্ষার কোনো সময়সীমা নেই। তবে সাধারণত অধিকাংশ মানুষ 30-40 মিনিটের মধ্যে অভীক্ষাটি সম্পূর্ণ করতে পারেন।

21, 26, এবং 36 নং প্রশ্নের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একাধিক (a), (b) ইত্যাদি পরিস্থিতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে প্রত্যেকটি পরিস্থিতির জন্য আলাদা ভাবে উত্তর দিতে হবে।

অভীক্ষাপত্রে প্রথমে যে নমুনা বক্তব্য দেওয়া হয়েছে আগে সেগুলির উত্তর করে তারপর মূল অভীক্ষা শুরু করুন। কিছু প্রশ্ন করবেন না। বক্তব্যগুলি পড়ে আপনার যা মনে হবে সেভাবেই উত্তর দিন। যদি বক্তব্যে উপস্থিত পরিস্থিতিটি আপনার জীবনে কখনও না ঘটে থাকে তবে পরিস্থিতিটি কল্পনা করে নিয়ে উত্তর দিন। এই অভীক্ষাপত্রে কিছু লিখবেন না বা দাগ দেবেন না।

5. পরীক্ষা কার্যক্রম (Procedure)

(a) অভীক্ষার্থীর সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হল (Rapport)।

(b) তার নাম, বয়স ইত্যাদি উত্তরপত্রে লিপিবদ্ধ করা হলে অভীক্ষার জন্য উপরোক্ত নির্দেশ দেওয়া হল। নির্দেশটি অভীক্ষাপত্রে মুদ্রিত থাকায় সঙ্গে সঙ্গে সেটি নিজে পড়ে নিতে দেওয়া হল।

(c) উত্তরদান শেষ হলে অভীক্ষাপত্র ও উত্তরপত্রটি সংগ্রহ করে নেওয়া হল।

(d) স্কোরিং পদ্ধতি অনুযায়ী স্কোর নির্ণয় করা হল। তারপর প্রদত্ত মান (Norm) অনুযায়ী অভীক্ষার্থীর উদ্‌বায়ু প্রবণতার মাত্রা নির্ণয় করে সম্ভাব্য আচরণের বিবরণ লেখা হল।

(e) অভীক্ষার্থীকে ধন্যবাদ দিয়ে অভীক্ষাপর্ব সমাপ্ত হল।

6. স্কোর নির্ণয় (Scoring)

অভীক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তর	1	3	5	4	2
ক্রমিক সংখ্যা 41, 51, 55, 56 এবং 58 ব্যতীত অন্য সবগুলির স্কোর	5	4	3	2	1
41, 51, 55, 56 এবং 58 এর ক্ষেত্রে স্কোর	1	2	3	4	5

* 21, 26 এবং 36 এই তিনটি ক্রমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে একাধিক পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যেকটির আলাদাভাবে স্কোর দিতে হবে। কিন্তু মোট স্কোর নির্ণয় করার সময় সর্বোচ্চ স্কোরটি যোগ করতে হবে, বাকিগুলি বাদ যাবে।

7. অভীক্ষার মান (Norm of the Inventory)

অভীক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট স্কোর নিম্নলিখিত যে শ্রেণির অন্তর্গত তদনুযায়ী তার উদ্‌বায়ু প্রবণতার মাত্রা স্থির করা হল।

প্রাপ্ত স্কোরের সীমা	শ্রেণি
181 বা তার কম	স্বাভাবিক
182-215	সামান্য উদ্‌বায়ুপ্রবণ
216-240	মোটামুটি উদ্‌বায়ুপ্রবণ
241- বা তার বেশি	উচ্চ উদ্‌বায়ুপ্রবণ

8. সিদ্ধান্ত (Conclusion)

অভীক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোর———। সুতরাং মান অনুযায়ী সে———শ্রেণিভুক্ত বলে নির্ধারিত হল।

9. ব্যাখ্যা (Interpretation)

এখানে উদ্‌বায়ু প্রবণতার মাত্রা অর্থাৎ অভীক্ষার্থী যে শ্রেণিভুক্ত সেই শ্রেণি অনুযায়ী দশটি ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য আচরণ আলোচনা করতে হবে। মাত্রা দশটি হল—

(a) নিজের প্রতি মনোভাব
(b) নিজের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বা আত্মমর্যাদাবোধ
(c) নিজের সম্বন্ধে মূল্যায়নের যথার্থতা
(d) চারপাশের মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে বিচার
(e) আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক
(f) কোনো অপসংগতিমূলক লক্ষণ থাকার সম্ভাবনা
(g) পীড়ন সহনের ক্ষমতা
(h) উদ্‌বেগের মাত্রা
(i) প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য এবং
(j) সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের সংহতি।

(উদাহরণ, যে মোটামুটি উদ্‌বায়ুপ্রবণ তার ক্ষেত্রে উদ্‌বেগের মাত্রা কিছুটা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা, নিজের সম্বন্ধে অতিমূল্যায়ন অথবা অবমূল্যায়নের প্রবণতা থাকতে পারে, ইত্যাদি। যে উচ্চ উদ্‌বায়ুপ্রবণ তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের সংহতি কিছুটা দুর্বল হতে পারে। প্রাক্ষোভিক ভারসাম্যের লক্ষণীয় অভাব থাকতে পারে, ছোটোখাটো অপসংগতিমূলক আচরণ দেখা যেতে পারে, ইত্যাদি।)